যুগান্তর

14 MAR 2003
পৃঃ ... কলাম ...

বিসিএস পরীক্ষা বাতিল

যুগান্তর রিপোর্ট

অবশেষে ২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা বাতিল করা হল। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পিএসসি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি বলে পরীক্ষা বাতিল না করার জন্য গোঁ ধরলে সারাদেশে প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে গতকাল প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পিএসসি পরীক্ষা বাতিল করে। এতদসংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পিএসসি গতকালও 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনরূপ প্রমাণ না পাওয়ার' কথা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেনি। এদিকে বিসিএস পরীক্ষায় স্বচ্ছতা রক্ষায় ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে পিএসসি প্রধান অধ্যাপক জেডএন তাহমিদার পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে। এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্তের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, গতকালই ব্যুরোর পক্ষ থেকে তদন্ত করার জন্য প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় বাতিল : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ২

বাতিল : বিসিএস পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর) জড়িতদের বিচার ও পিএসসি প্রধান অধ্যাপক জেডএন তাহমিদার পদত্যাগের দাবিতে ছাত্রলীগ আহূত দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজকের ছাত্র ধর্মঘট কর্মসূচি চলবে।

বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে, ২৪তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পিএসসির দেয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্ষুব্ধ হন এবং পরীক্ষা বাতিল করতে বলেন। দুপুরে পূর্ণ কমিশনের জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান অধ্যাপক জেডএন তাহমিদা। বিকাল ৫টা পর্যন্ত দীর্ঘ বৈঠক শেষে পিএসসি পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। এ বিষয়ে পিএসসি'র দেয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'জরুরি সভায় সকল দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পর উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠান বিষয়ে জনমনে সৃষ্ট সন্দেহ ও বিতর্কের নিরসনকল্পে প্রশ্ন ফাঁস হওয়া সম্পর্কে কোনরূপ প্রমাণ না পাওয়া সত্ত্বেও নিরপেক্ষ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুক্রবার অনুষ্ঠিত ২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করছে।'

বিসিএস পরীক্ষা বাতিল সত্ত্বেও ছাত্রলীগের পূর্বঘোষিত আজকের ছাত্র ধর্মঘট তারা পালন করবে বলে জানা গেছে। পরীক্ষা বাতিলের সংবাদে ছাত্রলীগ সন্ধ্যায় দলীয় কার্যালয়ে জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ ও সরকারি চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ, বর্তমান সরকারের আমলের এযাবৎ সব নিয়োগের তদন্তসহ বিভিন্ন দাবিতে তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখার দৃপ্ত প্রত্যয় ঘোষণা করে। অন্যদিকে দাবি পূরণ সত্ত্বেও ক্যাম্পাসের শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্টের পাঁয়তারার চেষ্টার প্রতিবাদে ছাত্রদলও আজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি দিয়েছে। তারা ঘোষণা দিয়েছে, শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্টের যে কোন অপচেষ্টা প্রতিহত করা হবে। দুই সংগঠনের পাল্টাপাল্টি এ কর্মসূচির কারণে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, বিসিএস পরীক্ষা বাতিলের সংবাদে সন্ধ্যায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল করেছে।

প্রেক্ষাপট

গত শুক্রবার ২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বাইরে লন্ডনের একটি কেন্দ্রসহ মোট ১১১টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতির এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার ৪৬ ঘণ্টা পূর্বেই ফাঁস হয়ে যাওয়ার প্রমাণ মেলে। ফাঁস হওয়ার ঘটনা শুক্রবার পরীক্ষা শুরুর ৩ ঘণ্টা আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ব্যাপকভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিক ওইদিন দুপুর সাড়ে ১২টায় ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের একটি কপিসহ রমনা থানায় গিয়ে জিডি নিতে বলেন। রমনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান থানায় জিডি না নিয়ে প্রশ্নপত্রের একটি কপি রেখে দেন। এরপর প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পরদিন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হলে দেশব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন দেশব্যাপী আন্দোলন-বিক্ষোভ গড়ে তোলে। তারা নেমে আসে রাজপথে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্টি হয় অস্থিতিশীল পরিবেশ। ভেঙে পড়ার উপক্রম হয় শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশের। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতকাল পিএসসির পূর্ণ কমিশন দীর্ঘ বৈঠক শেষে পরীক্ষা বাতিল করে।

সংগ্রাম পরিষদ

সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা '২৪তম বিসিএস পরীক্ষা বাতিল সংগ্রাম পরিষদ' ব্যানারে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। বেলা ১১টায় শত শত ছাত্রছাত্রী অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমবেত হয়ে মিছিল বের করে। মিছিলটি ঘণ্টাব্যাপী ক্যাম্পাসে ঘুরে ঘুরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ শেষে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তারা কলা ভবনের সামনে আমতলায় সমাবেশ করে। এতে মনসুর রহমান মন্টু বক্তব্য রাখেন। সংগ্রাম পরিষদ অবিলম্বে বিসিএস পরীক্ষা বাতিল এবং প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। আজ বিকালে তারা বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণার জন্য সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছে।

ছাত্রলীগ

প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে ২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা বাতিল, পিএসসির চেয়ারম্যানের পদত্যাগ, ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের শাস্তিসহ পাঁচ দফা দাবিতে ছাত্রলীগ আজ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছে।

ধর্মঘটের সমর্থনে গতকাল তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করে। সংগঠনের সভাপতি লিয়াকত শিকদারের সভাপতিত্বে সমাবেশে নজরুল ইসলাম বাবু, মারুফা আক্তার পপি, দেলোয়ার হোসেন, হেমায়েত উদ্দিন হিমু প্রমুখ বক্তৃতা করেন। বক্তারা বলেন, প্রহসনের পরীক্ষা বাতিল করা না হলে প্রয়োজনে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট ডাকা হবে।

ছাত্রদল

ছাত্রদল আন্দোলনের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি ও শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্টের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিশাল মিছিল বের করে। দুপুরে মধুর কেন্টিন থেকে মিছিলটি বের হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সংগঠনের সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টুর সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সাহাবুদ্দিন লাল্টু বলেন, পিএসসি দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রভূমি। আমরাও চাই প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে তদন্ত সাপেক্ষে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া হোক। কিন্তু আন্দোলনের নামে ঢাবিকে পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে কেউ যদি অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করে, তবে আমরাও বসে থাকব না। সমাবেশে সাধারণ সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, ফরহাদ হোসেন আজাদ, শফিউল বারী বাবু, আমিরুল ইসলাম আলিম, এসএম জাহাঙ্গীর, রফিকুল আলম মজনু ও পারভেজ রেজা বক্তব্য রাখেন। এ সময় শহিদুল ইসলাম বাবুল, আসাদুজ্জামান আসাদ, দুলাল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।